‘New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond’ কনফারেন্স

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বুধবার, ২১ ডিসেম্বর ২০১৬, হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
উপস্থিত কূটনীতিকবর্গ,
ডিসিসিআই কর্মকর্তাবৃন্দ,
ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ,
সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।

New Economic Thinking: Bangladesh 2030 and Beyond শীর্ষক আজকের এই কনফারেন্সে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। ১৬ই ডিসেম্বর জাতি ৪৬তম মহান বিজয়দিবস উদ্‌যাপন করেছে। আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

SDG ২০৩০ ও পরবর্তী ২০৪১ সাল নাগাদ একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার কৌশল নির্ধারণে আন্তর্জাতিক এই কনফারেন্স আয়োজনের জন্য ‘ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিকে’ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

যুক্তরাজ্যভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস Price Water House Coopers(PWC) ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে-২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।

এ লক্ষ্য অর্জনে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বাণিজ্যের প্রসার, রেমিটেন্স বৃদ্ধি, যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের ধারায় ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বে একটি দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করবে। এই লক্ষ্য পূরণে বিনিয়োগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন, কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস হ্রাসকরণ ও অগ্রাধিকারমূলক শিল্পে বর্তমান সরকারের নৈতিক ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের কাজে হাত দেই। সরকার গৃহীত কর্মসূচীর ফলে গত কয়েক বছর বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে ৬%-র বেশী জিডিপির প্রবৃদ্ধি ও সাম্প্রতিক সময়ে ৭.১১% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রাসহ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত SDG ২০৩০ এর লক্ষ্যসমূহ জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দেশ জাতির পিতা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। এই দেশের প্রতিটি মানুষ অন্তত দু’বেলা পেট ভরে খেতে পারবে। রোগে চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে, মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে- সরকার সে লক্ষ্য বাস্তবায়নেই কাজ করে যাচ্ছে।

কুঁড়ে ঘর বাংলাদেশে থাকবে না, এই ঘোষণা দিয়েছিলাম। এখন আর কুঁড়ে ঘর দেখা যায় না। সারাদেশের ২ লাখ ৮০ হাজার গৃহহীনকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বিনা পয়সায় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে দেয়ার প্রকল্প সরকারের বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

বেসরকারি খাত অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। সরকার বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) গঠন, সুসংহত শিল্পোন্নয়নের জন্য Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), সকল অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য PPP অফিস, দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ উন্নয়নে সময়োপযোগী শিল্পনীতি, রপ্তানিনীতি এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত সুবিধা নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদেশি বিনিয়োগ যাতে আসে তার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে আমরা ১০০'টি বিশেষ অথনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। যেখানে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হবে। শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

২০২১ সালে আইটি সেক্টরে ১০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান এবং এ সেক্টর থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করার টার্গেট নিয়ে কালিয়াকৈরে ৩৫৫ একর জমির ওপর পিপিপি'র ভিত্তিতে হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে।

আমি আপনাদের আশ্বসত্ম করছি, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা বেসরকারি খাতের উন্নয়নে আর্থিক, নীতিনির্ধারণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গঠনে আমাদের সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

২০৪১ সালে আমাদের অর্থনীতি এশিয়ার আঞ্চলিক অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। স্থানীয় Supply Chain এবং Global Value Chain আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সংযোগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের অনুসৃত উন্মুক্ত অর্থনীতি উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে Win-Win অবস্থান তৈরি করে সাফল্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়ন জরুরি। এছাড়া, বিসিআইএম, বিবিআইএন, সার্ক, আসিয়ান, বিএমসটেক, সাসেক এবং পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশাধিকার দ্রুত ও উন্নত আঞ্চলিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমকে আরও সহজতর ও গতিশীল করবে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDGs) অর্জনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। একইভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs 2030) এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যেই অর্জন করে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপি SDGs বাস্তবায়নেও রোল মডেল হিসেবে পরিচিত হবে।

আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৭০তম জয়ন্তী উদযাপন করবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হবে এবং জনপ্রতি মাথাপিছু আয় প্রায় ১২,৬০০ ডলারে উন্নীত হবে।

একই সঙ্গে আমাদের রপ্তানি আয় ৩৫০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে এবং দেশিয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বর্তমান ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত করতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Cost of Doing Business Index, World Economic forum কর্তৃক প্রণীত Global Competitive Index, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত Human Development Index এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Global Innovation Index সহ Logistics Performance Index এ বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে সরকার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

দারিদ্র্যসীমা ২০০৫ সালে থাকা ৪০% থেকে কমিয়ে ২০১৫ সালে ২২ দশমিক ৪%এ নামিয়ে আনা হয়েছে। মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১৪শ' ৬৬ মার্কিন ডলার হয়েছে। ২০০৫-০৬ সালে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ১০ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে বর্তমান অর্থবছরে তা ৩৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বর্তমানে ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পের ৯০% নিজস্ব অর্থায়নেই বাস্তবায়ন করছি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী ও বেগবান করবে। গত সাড়ে ৭ বছরে দেশে ১০৫টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। দেশের ৭৮% মানুষ এখন বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করছে। দেশে অফগ্রীড এলাকার ৪৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। গ্যাসের গড় উৎপাদন দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে দৈনিক ২,৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে।

আমরা ফার্স্ট ট্রাক প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

ঢাকা চেম্বার-এই কনফারেন্সের মাধ্যমে আগামি ২০৪১ সালের বাংলাদেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় রূপরেখা, innovative concept ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় প্রয়েজনীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে। আজ যে কৌশলপত্র তৈরি হবে, তাতে দেশের উদীয়মান সম্ভাবনাগুলোকে তুলে ধরা হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্বৃত করছি- বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘‘উনিশ’শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপন সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎপথে থাকি তবে, ইনশাআল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।’’

এ দেশ আমাদের সকলের। সবাইকে একসঙ্গে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে। আসুন, আমরা দেশের মানুষের জন্য কাজ করি। বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়ে তুলি।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত New Economic Thinking : Bangladesh 2030 and Beyond সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...